<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>

<u>(দেওয়ানি আপিল বিচারক্ষেত্র)</u>

<u>আপিল বিভাগ</u>

উপস্থিত :

মাননীয় বিচারপতি রাজশেখর মান্থা

এবং

মাননীয় বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য

২০১১ সালের এফএ ২২১

দেব কুমার বসু

বনাম

পৃথুদীপ্তি মাইতি এবং অন্যান্যরা

আপিলকারীর জন্য	:	শ্রী সুধাকর বিশ্বাস
উত্তরদাতাদের পক্ষে	:	শ্রী সপ্তাংশু বসু
		শ্রী বলরাম পাত্র
		শ্রী শুভদীপ ভট্টাচার্জী
শুনানি	:	২৮.০৮.২০২৩
রায় দেওয়া হয়েছে	:	২৪.১১.২০২৩

<u>বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য : -</u>

১. তাৎক্ষণিক আপিলটি পশ্চিম মেদিনীপুরের চতুর্থ আদালতের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি থেকে উদ্ভূত, যা ১৭ মার্চ ২০০৮ তারিখের অন্যান্য মামলা নং ১৪, ২০০২-এ দেওয়া হয়েছিল, যেখানে উক্ত বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে খারিজ করে দিয়েছেন।

৫০০০/- টাকা খরচ করে। উক্ত বিজ্ঞ জজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, যে 'উইল-এর বিষয়ে প্রবেট চাওয়া হয়েছে তা জাল এবং বানোয়াট এবং এটি গিরিবালা মাইতির মৃত্যুর পর প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. এখানে আপিলকারী দেব কুমার বসু, যিনি বিতর্কিত 'উইল'-এর সাক্ষী দ্বারা নিযুক্ত নির্বাহক, মেদিনীপুরে বিজ্ঞ জেলা প্রতিনিধির সামনে প্রোবেট বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

৩. দিলীপ কুমার মাইতির স্ত্রী শ্রীমতী মীরা মাইতি, যিনি মৃত্যুর পর থেকে উইলের জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী ছিলেন, তিনি উইলের ক্ষেত্রে প্রোবেট মঞ্জুর করার আবেদনের বিরোধিতা করেছিলেন। আপত্তি জানানোর পর প্রোবেট কার্যধারা বিতর্কিত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত প্রোবেট আবেদনটি বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, চতুর্থ আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর দ্বারা শুনানি করা হয়।

৪. মামলার সাথে জড়িত সম্পত্তিটি ছিল উক্ত গিরিবালা মাইতির - যা তিনি আংশিকভাবে কিনেছিলেন এবং আংশিকভাবে একটি স্বত্বাধিকার মামলার মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন, যার রায় বিজ্ঞ দেওয়ানি জজ বরিষ্ঠ ডিভিশন ১ম আদালত মেদিনীপুর কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। আপিলকারী/আবেদনকারীর যুক্তি হল যে নির্বাহক তার জীবদ্দশায় ০৫.০৩.১৯৯৭ তারিখে দীপক কুমার মাইতি (পুত্র), দীপঙ্কর মাইতি (পুত্র), হিমকোনা রায় (বিবাহিত কন্যা), মীরা মাইতি (দিলীপের স্ত্রী কুমার মাইতি, নির্বাহকের জ্যেষ্ঠ পুত্র), মনিকা মাইতি (দীপক কুমার মাইতির স্ত্রী) এবং মৌসুমী মাইতির (দীপঙ্কর মাইতির স্ত্রী) পক্ষে উক্ত উইলটি কার্যকর করেছিলেন।

৫. প্রোবেটের জন্য আবেদনকারী উক্ত আবেদনের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, উইলকারীর নির্দেশ অনুসারে, উইলকারীর দ্বারা সাক্ষীদের উপস্থিতিতে উইলটি কার্যকর করা হয়েছিল, যা উইলকারীর নির্দেশ অনুসারে যুগল কিশোর দাস দ্বারা লিখিত হয়েছিল।

নোটারি পাবলিক কর্তৃক বিতর্কিত উইলটি প্রমাণীকরণ করা হয়েছে। আপিলকারী/আবেদনকারী আরও বলেছেন যে বিতর্কিত উইলটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে তার হেফাজতে ছিল।

৬. বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আবেদনকারী (প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ১) দেব কুমার বসু, বিতর্কিত উইলের লেখক জুগল কিশোর দাস (প্রসিকিউশনের সাক্ষী - ২) এবং পৃথুদীপ মৈতি (ডিডব্লিউ - ১) দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ বিবেচনা করেছে এবং উক্ত উইলটিও দেখেছে।

৭. রেকর্ডে থাকা প্রমাণ এবং বিরোধিতা করা উইল সহ পক্ষগুলির দ্বারা প্রদর্শিত নথিপত্র বিবেচনা করার পর, প্রধান বিচারপতি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বিরোধিতা করা উইলে ০৫.০৩.৯৭ তারিখ উল্লেখ করে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যা আগে ০৫.০৪.৯৭ তারিখ ছিল এবং এই প্রক্ষেপণটি শুধুমাত্র দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যে সেই তারিখে গিরিবালা মেদিনীপুর গিয়েছিলেন। বিচারিক আদালতের বিচারক এই ধরনের গল্পে বিশ্বাসী নন এবং বলেছেন যে প্রক্ষেপণটি কেবল প্রমাণ করে যে প্রশ্নবিদ্ধ উইলটি একটি অর্জিত উইল এবং এটি নির্বাহক এই লেখকের সাহায্যে করেছেন।

৮. বিচারক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে উইলকারীর উইলটি কার্যকর করার মানসিক ক্ষমতা বা শারীরিক যোগ্যতা ছিল না কারণ তিনি তার ক্রমাগত অসুস্থতার কারণে সম্পূর্ণরূপে শয্যাশায়ী ছিলেন।

৯. বিজ্ঞ ট্রায়াল জজও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে পুরো বাড়িটি দখল করার জন্য, উক্ত দীপক এবং দীপঙ্কর কেবল তাদের বড় ভাই দিলীপ কুমার মাইতির উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করার জন্য বিতর্কিত উইলটি সংগ্রহ করেছিলেন। বিজ্ঞ ট্রায়াল জজও দ্বারা সন্তুষ্ট হননি সত্য যে উক্ত উইলটি নোটারির সামনে ০৫.০৪.১৯৯৭ -এ রাখা হয়েছিল

উইলকারী কর্তৃক বিতর্কিত উইলের উক্ত সম্পাদনের এক মাস পর।

উপরোক্ত তথ্যের দ্বারা নিশ্চিত না হওয়ায় বিজ্ঞ বিচারক উইলের বাস্তবায়নকে সন্দেহজনক বলে মনে করেন। প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তের পর বিচারক অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে উইলটি একটি জাল এবং বানোয়াট দলিল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটি উইলের নির্বাহ কার্যকরের পর প্রস্তুত করা হয়েছে।

১০. সময়কালে আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ কাউন্সেল সম্পূর্ণ যুক্তির ধারা নিম্নরূপ জমা দিয়েছেঃ

i) তিনি দাখিল করেছেন যে উইলকারী গিরিবালা মাইতি ০৫.০৩.১৯৯৭ তারিখে উক্ত উইলটি কার্যকর করেছিলেন। তিনি আরও দাখিল করেছেন যে উক্ত উইলটি উইলকারীর নির্দেশ অনুসারে লেখক যুগল কিশোর কর্তৃক লিখিত এবং প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তাকে তা পড়ে শোনানো হয়েছিল এবং উইলকারী তা পরীক্ষা করার পর সাক্ষ্যদানকারী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে উক্ত উইলে স্বাক্ষর করেছিলেন।

ii) তিনি আরও দাখিল করেন যে উক্ত উইলটি উইলকারী কর্তৃক ০৫.০৩.১৯৯৭ তারিখে সম্পাদিত হয়েছিল এবং উক্ত উইলটি উইলকারীর শেষ উইল।

iii) বিজ্ঞ কাউন্সেল আরও জমা দিয়েছেন যে ০৫.০৪.১৯৯৭-এ উক্ত উইলটি একটি মেদিনীপুর শহরের নোটারির আগে যথাযথভাবে প্রমাণীকরণ করা হয়েছিল।

iv) বিজ্ঞ কাউন্সেল আরও জমা দিয়েছেন যে উইলকারী আপিলকারী/আবেদনকারীকে উক্ত উইলের নির্বাহক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।

v) তিনি আরও জমা দিয়েছেন যে উইলপত্রের মেয়াদ তার বাসভবনে ১৩.০৪.১৯৯৭-এ শেষ হয়ে গেছে।

vi) বিজ্ঞ কাউন্সেল আরও বলেন যে, যে উইলধারীর তিন ছেলে ছিল যথা দিলীপ কুমার মাইতি, দীপক মাইতি, দীপঙ্কর মাইতি এবং এক মেয়ে হিমকোনা রায়। তিনি আরও বলেন যে উইলের মাধ্যমে উইলধারী তার সম্পত্তি তার দুই ছেলে দীপক ও দীপঙ্কর, মেয়ে হিমকোনা এবং তিন পুত্রবধূ মনিকা (দীপকের স্ত্রী), মীরা (দিলীপের স্ত্রী) এবং মৌসুমীর (দীপঙ্করের স্ত্রী) অনুযায়ী বন্টন করেছিলেন।

vii) বিজ্ঞ কাউন্সেল আরও জানিয়েছে যে দিলীপ মাইতির স্ত্রী মীরা মাইতি এই মামলার বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু তিনি নিজেই তার জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য প্রমাণ পেশ করেননি।

viii) তিনি আরও বলেছেন যে কাউকে অবহেলা করা হয়নি বা তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি।

ix) বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে উইলে উইলকারীর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কারণ তিনি মনে করেন যে এটি তাদের নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত।

x) তিনি আরও দাবি করেছেন যে উইলপত্র কাউকে বঞ্চিত করেনি।

xi) বিজ্ঞ কাউন্সেল বলেছেন যে দিলীপের স্ত্রী মীরা কেবল এলাকায় তার শ্যালককে বদনাম করার চেষ্টা করেছিলেন।

xii) বিজ্ঞ কাউন্সেল আরও বলেছেন যে, ট্রায়াল কোর্টের বিজ্ঞবিচারক নথিভুক্ত প্রমাণ বিবেচনা না করে এবং প্রমাণের প্রশংসা না করে ভুলভাবে তদন্ত করতে অস্বীকার করেছেন এবং এইভাবে তাঁর বিচারিক মন প্রয়োগ করেননি এবং এইভাবে ভুলভাবে পরিচালিত হয়েছে।

xiii) বিজ্ঞ কাউন্সেল এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের রায় উল্লেখ করেছেন যা (২০১৬) ৩ ডাব্লু. বি. এল. আর (ক্যাল) ৬৪০-তে রিপোর্ট করা হয়েছে।

xiv) বিজ্ঞ কাউন্সেল আরও জমা দিয়েছেন যে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত কর্তৃপক্ষ বর্তমান মামলায় মোটেও প্রযোজ্য নয়।

xv) উপরের জমা দেওয়ার উপর ব্যাঙ্কিং বিজ্ঞ কাউন্সেল উইলের ক্ষেত্রে প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করেছে।

১১. বিজ্ঞ কাউন্সেল উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী বিতর্কিত রায়ের প্রশংসা করেছে এবং জমা দিয়েছে নিম্নলিখিতঃ

i) বিজ্ঞ কাউন্সেল জমা দিয়েছেন যে বিতর্কিত উইলটি একটি জাল এবং এটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ উক্ত উইলের সত্যতার তারিখটি অন্তর্বর্তী এবং ওভাররাইট করা হয়েছে।

ii) তিনি এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে উইলের দ্বিতীয় শেষ পৃষ্ঠায় "০৫.০৪.১৯৯৭" তারিখটিতে রয়েছে।

বিজ্ঞ কাউন্সেল এই বিষয়ে আলোচনা করার সময় " কে" ০৫.০৩.১৯৯৭ "হিসাবে পুনর্লিখন এবং অন্তর্বর্তী করা হয়েছে। আইনজীবী দ্ব্যর্থহীনভাবে জোর দিয়ে বলেছেন যে উক্ত তারিখটি অন্তর্বর্তী করা হয়েছে এটি দেখানোর জন্য যে উক্ত উইলটি কার্যকর করা হয়েছে ০৫.০৩.১৯৯৭ যেখানে উইল নিজেই স্পষ্ট যে এমন অন্তর্বর্তীকরণ রয়েছে যা কোনও উইলের ক্ষেত্রে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় যা খুব সূক্ষ্ম এবং খুব সংবেদনশীল নথি।

iii) বিজ্ঞ কাউন্সেল আরও জমা দিয়েছেন যে জালিয়াতির অভিযোগটি বহাল রয়েছে এবং উক্ত তারিখের অন্তর্বর্তীকরণ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

iv) বিজ্ঞ কাউন্সেল আরও বলেছেন যে, উইলটি নিজেই উক্ত উইলের প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করে।

v) বিজ্ঞ কাউন্সেল আরও বলেছেন যে, উক্ত উইলের প্রস্তুতি দীপক মাইতি এবং দীপঙ্কর মাইতির লেখক এবং নির্বাহকের সঙ্গে যোগসাজশের মাস্টারমাইন্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।

vi) বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেছেন যে উইলধারী দীর্ঘদিন ধরে পেটের অসুখে ভুগছিলেন এবং তাই তাকে কলকাতায় তার মেয়ের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকবার চিকিৎসা নিতে হয়েছিল এবং এই ধরনের উইল কার্যকর করার জন্য তার শারীরিক বা মানসিক ক্ষমতা ছিল না।

vii) বিজ্ঞ কাউন্সেল আরও জমা দিয়েছেন যে উইলটি প্রশ্নটি কেবল থেকে বঞ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়নি

মৃত ভাইয়ের স্ত্রী এবং তার পরিবারের সদস্যরা কিন্তু সম্পত্তির মূল বিষয় দখল করতে।

viii) বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেছেন যে, অভিযুক্ত উইলটি লেখক এবং সাক্ষীদের সঙ্গে মিলে তৈরি করা হয়েছে।

ix) বিজ্ঞ কাউন্সেল সন্দেহজনক পরিস্থিতির বিষয়টি উত্থাপন করেছেন এবং নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি দিয়েছেনঃ

ক) আইএলআর কলকাতা ৯২২৬

খ) (২০০৩) ৮ এসসিসি ৫৬৭

গ) এআইআর ১৯৭৭ এসসি ৬৩

x) বিজ্ঞ কাউন্সেল তাৎক্ষণিক অনুমতি না দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন

১২. উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া থেকে এটা স্পষ্ট যে, তাৎক্ষণিক নথির মূল বিষয় হল যে, সংশ্লিষ্ট উইলটি আইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে, কার্যকর করা হয়েছে এবং প্রমাণীকরণ করা হয়েছে কিনা এবং বিতর্কিত উইলটি বানানো কিনা।

১৩. আপত্তিকর উইলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় এটা স্পষ্ট যে উক্ত উইলের 'পৃষ্ঠা ৬'-এ উল্লিখিত তারিখটি ওভাররাইট করা হয়েছে যা এই আদালতের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে।

১৪. সম্পত্তির বণ্টনও সঠিক ও ন্যায্য বণ্টনের একটি স্পষ্ট চিত্র প্রতিফলিত করে না। উইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র দিলীপ কুমার মাইতি জীবিত থাকা সত্ত্বেও কোনও সম্পত্তি বরাদ্দ করা হয়নি, যেখানে তার অন্য দুই ভাইকে সম্পত্তির অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে

সম্পত্তি। উক্ত উইলটিতে সুবিধাভোগীদের তালিকা থেকে উক্ত দিলীপ কুমার মাইতিকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা নেই। এটি এই আদালতের মনে প্রচুর সন্দেহ ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। কেবলমাত্র উক্ত দিলীপ কুমার মাইতির স্ত্রীকে সম্পত্তির কিছু অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে যা অন্যান্য দুই ভাইয়ের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পত্তির মতো নয়, যাদের নিজেদের সম্পত্তি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং উপরন্তু অন্য দুই ভাইয়ের স্ত্রীদেরও সম্পত্তি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র বড় ছেলের স্ত্রীকে উক্ত উইলটিতে সম্পত্তি বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বৈষম্য উক্ত ইচ্ছার প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের বিষয়েও সন্দেহের উদ্রেক করে।

১৫. প্রমাণ থেকে জানা যায়, উইলধারী অসুস্থ ছিলেন, আর উইলের প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের বিষয়টিও আদালতের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে।

১৬. উইল অন্য কোনও দলিলের মতো নয়। উইল একটি সংবেদনশীল দলিল কারণ এই দলিলটিতে উক্ত দলিল প্রমাণ করার জন্য কেউ নেই, বিপরীতে উইল নিজেই তার পবিত্রতা প্রদর্শন করে। এই মুহূর্তে তারিখের উপর ওভাররাইট করা কেবল সন্দেহ তৈরি করে না বরং উক্ত উইলের উপর একটি কালো দাগও তৈরি করে। এই মুহূর্তে উইলের প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারিখের ওভাররাইট করা উইলের মূল বিষয়গুলিকে নাড়া দিয়েছে।

১৭. সব অভিযুক্তের উপর এক্সিকিউট্রিসের স্বাক্ষর বহন করবে বাংলায় '**শ্রী গিরিবালা মাইতি**' কে ফাফা রাফো হিসাবে লেখা ' স্থানীয় ভাষায় "শ্রীমতী গিরিবালা মাইতি"-র পরিবর্তে যা হওয়া উচিত

লেখা হয়েছে **"'শ্রীমতি গিরবালা মাইতি'"**। এটি তথাকথিত উইলকারীর উইলে স্বাক্ষরের বিষয়েও এই আদালতের মনে বিরাট সন্দেহের সৃষ্টি করে।

১৮. এই মুহূর্তে কথিত উইলের প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন ০৫.৩.১৯৯৭-এ করা হয়েছে বলে বলা হয়, যেখানে নোটারি পাবলিক দ্বারা বিতর্কিত উইলের প্রমাণীকরণ ০৫.০৪.১৯৯৭-এ করা হয়েছে বলে বলা হয়। এক মাসের এই ব্যবধানটি উক্ত উইলের পবিত্রতা এবং সত্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করে।

১৯. এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, যা উইলের স্তম্ভ, যা নড়েচড়ে বসেছে - এই আদালত বিচারক বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত।

২০. এই প্রসঙ্গে এই আদালত (২০০৬) ৯ এস. সি. সি ৫১৫-এ রিপোর্ট করা সুপ্রিম কোর্টের রায় উদ্ধৃত করেছে, যেখানে ১৯ এবং ২০ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ করা হয়েছেঃ -

> *"... ১৯. মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারপতির মতে, উইলের কার্যকরকরণ এবং নিবন্ধনের আশেপাশে কোনও সন্দেহজনক পরিস্থিতি নেই বলে মনে করা অযৌক্তিক হবে। উইল-এ তাঁর দুই পুত্রের কথা উল্লেখ করা কেন বাদ দেওয়া হল, তা বোঝা কঠিন, যদিও তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করতে অনেক কষ্ট করেছেন যে, আবেদনকারী এবং তাঁর অপর পুত্র সেসিল লাজারাস তাঁর দেখাশোনা করেছিলেন এবং বাড়ির সম্পত্তির জন্য সমস্ত কিস্তি প্রদান করেছিলেন, যদিও সেসিল লাজারাস ১৯৬৩ সালে শারজায় গিয়েছিলেন এবং উইল-এ উইল-এর বিষয় হিসাবে কেবল আবেদনকারী তাঁর সঙ্গে বাড়িতে থাকতেন। এটিও প্রতিষ্ঠিত হয় যে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন এবং দু 'বার তাঁর উরুর হাড় ভেঙে দিয়েছিলেন এবং তাঁর অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল*

উভয় ক্ষেত্রেই এবং তার প্রথম পতনের পর থেকে তিনি যে উদাসীন স্বাস্থ্য বজায় রেখেছিলেন। এটি নিজেই প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে যে তিনি উইলটি কার্যকর করতে অক্ষম ছিলেন, তবে বিবাদীর যুক্তি যে আপিলকারী দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে উইলটি তার পক্ষে করতে তাকে প্রভাবিত করার জন্য টেস্টাট্রিক্সের নির্ভরতা এবং এমনকি ভারতে বসবাসকারী অন্য ভাইয়ের পক্ষেও উপরোক্ত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিবেচনা করতে হবে।

২০. উপরের পরিস্থিতিগুলি ছাড়াও, সম্ভবত আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হল উইলের প্রতিটি পৃষ্ঠায় দুটি স্বাক্ষরের অস্তিত্ব, যা টেস্টাট্রিক্সের বলে মনে করা হয়। এটা মনে রাখা যেতে পারে যে উইলের তারিখ ৫-৭-১৯৭৯ হলেও এটি এক বছরেরও বেশি সময় পরে ৭-৭-১৯৮০-এ নিবন্ধিত হয়েছিল। উইল ছাড়া, আবেদনকারী দ্বারা অন্য কোনও নথি উপস্থাপন করা হয়নি যা ইঙ্গিত করে যে মৃত ব্যক্তি কখনও তার নাম মিসেস এম সলোমন ল্যাজারাস হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন, যদিও এটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে তার মাঝের নামটি ছিল মার্থা এবং মাঝে মাঝে তিনি তার নাম মিসেস এম হিসাবে স্বাক্ষর করেছিলেন। সলোমন ল্যাজারাস এবং অন্যান্য সময়ে মিসেস সলোমন ল্যাজারাস হিসাবে। যে ব্যাখ্যাটি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল তার বিশেষত্ব বিবেচনা করে, আমরা উইলের ফটোকপি পরীক্ষা করেছি যা রেকর্ডে ছিল এবং খালি চোখে এটি স্পষ্ট যে দুটি স্বাক্ষর সম্পূর্ণ আলাদা এবং খুব কম বা না সাদৃশ্য যাই হোক না কেন। "

২১. বিবেচনা করা এই আদালতের উপরোক্ত আলোচনার অভিমত হল যে, বিজ্ঞ ট্রায়াল জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। সুতরাং, বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা প্রদত্ত রায়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

২২. ২০১১ সালের এফএ ২২১ সেই অনুযায়ী **খারিজ** করা হয়েছে।

২৩. আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রায় ও আদেশের সার্ভার কপির ভিত্তিতে পক্ষগুলি কাজ করার অধিকারী হবে।

২৪. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

আমি একমত,

(বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য) **(বিচারপতি রাজশেখর মান্থা)**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal